কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

স্মারকনং ঃ ১২.১১.০০০০.০১২.৩৮.০০১.২০|২৮-৬৬ (৩৭) তারিখঃ ২৬/০৯/২০২১

প্রাপক,

অতিরিক্ত পরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
.... অঞ্চল (সকল)।

বিষয় ঃ আমন ধানে বাদামী গাছ ফড়িং ও সাদা পিঠ গাছ ফড়িং পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রনে আলোক ফাঁদ স্থাপন সহ অন্যান্য দমন ব্যবস্থাপনা গ্রহণ প্রসংগে।

বিগত বছর সমূহে ধানের অন্যতম শত্রু বাদামী গাছ ফড়িং (বিপিএইচ) ও সাদা পিঠ গাছ ফড়িং এর উপস্থিতি সনাক্তকরণে আলোর ফাঁদ স্থাপন অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। দ্রুত বংশ বৃদ্ধির কারণে ফসলের ২০% থেকে ১০০% পর্যন্ত ক্ষতি হতে পারে। বৃষ্টিপাত, মেঘাচ্ছন্ন ও উষ্ণ আবহাওয়া বিপিএইচ ও সাদা পিঠ গাছ ফড়িং আক্রমণের অনুকূল পরিবেশ। নিম্নলিখিত কারণেও এ পোকার আক্রমণের তীব্রতা বেড়ে যেতে পারে।

- জমি অসমতল হলে নিচু স্থানে বৃষ্টির পানি জমে থাকে। প্রখর সূর্যের তাপে উক্ত পানি বাষ্পিভূত হয়ে উষ্ণ ও আর্দ্র অবস্থা তৈরী হয় যা বাদামী গাছ ফড়িং ও সাদা পিঠ গাছ ফড়িং এর বংশবৃদ্ধি ও আক্রমণের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে;
- চারা ঘন করে রোপণ করলে, জমি স্যাঁতস্যাঁতে হলে এবং জমিতে দাড়ানো পানি থাকলে;
- জমিতে বিকল্প পোষক আগাছা থাকলে;
- অসম হারে নাইট্রোজেন সার (ইউরিয়া সার) ব্যবহার;
- বাতাস চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হলে;
- এলোপাথারী কীটনাশক ব্যবহার ও সঠিক কীটনাশক ব্যবহার না করার ফলে।

আক্রমণের লক্ষণ ঃ

বাদামী গাছ ফড়িং ও সাদাপিঠ গাছ ফড়িং এর বাচ্চা ও পূর্ণবয়স্ক উভয় পোকা দলবদ্ধভাবে ধান গাছের গোড়ার দিকে অবস্থান করে গাছ থেকে রস চুষে খায়। এ কারণে গাছ দ্রুত শুকিয়ে যায়। বাদামী গাছ ফড়িংএর তীব্র আক্রমণে গাছ প্রথমে হলুদ ও পরে শুকিয়ে খড়ের রং ধারণ করে। ফলে দূর থেকে পুড়ে যাওয়ার মত বা বাজ পড়ার মত দেখায়। এ ধরণের ক্ষতিকে হপার বার্ণ/বাজ পড়া বলে।

দমনে করণীয় ঃ

- এলাকার সকল চাষিকে দলবদ্ধ ভাবে পোকা দমনের ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে;
- চাষীদের নিয়ে নিয়মিত উঠান বৈঠক এর ব্যবস্থা করতে হবে। এ কাজে স্থানীয় জন প্রতিনিধির সহায়তায় সিআইজি/ আইপিএম/ আইএফএমসি ক্লাব সহ অন্যান্য কৃষক সংগঠন এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহকে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- প্রতি ব্লকে বাদামী গাছ ফড়িং দমন কলাকৌশল সম্পর্কে কৃষকদের সাথে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে;
- জমির আইল পরিস্কার রাখতে হবে;
- জমিতে পোকা লাগার সম্ভাবনা দেখা দিলে আক্রান্ত জমির পানি সরিয়ে দিয়ে ৭ থেকে ৮ দিন জমি শুকনো রাখতে হবে;
- আক্রান্ত জমিতে ২ থেকে ৩ হাত দূরে দূরে বিলি কেটে জমিতে সূর্যের আলো ও বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে;
- শুধুমাত্র ইউরিয়া ব্যবহার না করে সকল প্রকার সার সুষম মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে;
- নিয়মিতভাবে যে এলাকাগুলোতে বিগত বছরে বিপিএইচ আক্রান্ত হয়েছিল সে এলাকায় চাক্ষুস পরিদর্শণ ও আলোক ফাঁদ দিয়ে মনিটরিং এর ব্যবস্থা করতে হবে;
- সন্ধ্যাবেলা আক্রান্ত জমি থেকে একটু দূরে আলোক ফাঁদ ব্যবহার করে পোকা দমনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
- আক্রান্ত এলাকায় ঢোল সহ প্রচারণা, মসজিদ, মন্দিরসহ ধর্মীয় উপাসনালয়ে আলোচনা ও লিফলেট বিতরণ করতে হবে;

Scanned with CamScanner

• প্রতি গোছায় ২ থেকে ৪ টি গর্ভবতী পোকা বা ৮ থেকে ১০ টি নিম্ফ দেখা গেলে নিম্নলিখিত যে কোন একটি অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায়, সঠিক স্থানে, সঠিক সময় ও সঠিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হবে।

জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	প্রয়োগমাত্রা/ হেক্টর
আইসোপ্রোকার্ব/এমআইপিস	মিপসিন ৭৫ ডব্লিউপি	১৭৫ গ্রাম
পাইমেট্রোজিন	প্লেনাম ৫০ ডব্লিউজি	৬৭ গ্রাম
ক্লোরোপাইরিফস	ডার্সবান ২০ ইসি	১৩৪ মিলি
কার্বোসালফান	মার্শাল ২০ ইসি	১৩৪ মিলি
ইমিডাক্লোপ্রিড	এডমায়ার ২০ এসএল	১৭ মিলি
এসিটামিপ্রিড	প্লাটিনাম ২০ এসপি	০.০৫ কেজি
আইসোপ্রোকার্ব	সপসিন ৭৫ ডব্লিউপি	১.৩০ কেজি

তথ্য সূত্র ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

এমতাবস্থায় বাদামী গাছ ফড়িং (বিপিএইচ) এবং সাদা পিঠ গাছ ফড়িং পোকার আক্রমণে আমন ধান উৎপাদন যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য আপনার অঞ্চলাধীন সকল জেলা, উপজেলা ও ব্লক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়মিত আলোক ফাঁদ স্থাপন, মাঠ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ, কৃষকদের পরামর্শ প্রদান ও নিয়মিত অতন্দ্র জরিপ কার্যক্রম জোরদার করাসহ আক্রান্ত উপজেলায় **স্কোয়াড গঠনের** মাধ্যমে ফসল রক্ষায় সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনার দেওয়ার জন্য বলা হলো।

(ড. মো. আবু সাইদ মিঞা)
পরিচালক
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
ফোন নং- ৯১৩১২৯৫

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ঃ

১। পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। (মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দমন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করা হল)

২। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে ঃ

১। উপপরিচালক, আইসিটি ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা, ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য।

Scanned with CamScanner